1) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ২০ বছর নরমপন্থি আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

OR

জাতীয় কংগ্রেসের আদিযুগের নেতাদের বা নরমপন্থি সামাজিক ভিত্তি কী ছিল? এদের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

জাতীয় কংগ্রেসের সূচনার পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কংগ্রেসের জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা লিখেছিলেন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল "রাজনৈতিক ঐক্য ও আশাপানের জন্মস্থল" প্রায় একই ভাবে 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে 'ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের যুগ' বলা হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা আদিযুগের কংগ্রেস নেতাদের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে কংগ্রেসের সংগঠন এবং নেতাদের বহু দুর্বলতা ছিল। কেমব্রিজ ঐতিহাসিক অনীল শীল বলেছেন যে, 'এ পর্যায়ে কংগ্রেস একটি পরিকল্পনা নীরাকরণ মূলক প্রতিষ্ঠানের বেশী কিছু ছিল না।

প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সংগঠন এবং কার্যপরিচালনা গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী চলে নি। বিপিন পাল 1887 সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেসের কোন সংবিধান নেই। 1899 সালে কংগ্রেস একটি সংবিধান তৈরি করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া কংগ্রেসের সংবিধান অপেক্ষা ব্যক্তির প্রাধান্য বেশী ছিল

~~বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রাধান্য বেশি ছিল~~

বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রভাবে কংগ্রেসের সংবিধান চালু করা যায়নি। অধ্যাপক জী অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থবাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রকৃত ঐক্য গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু প্রথমযুগের নেতাদের মধ্যে নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রাধান্য রক্ষাই ছিল আসল।

সামাজিক ভিত্তি উকিল রাজ :- কংগ্রেসে সামাজিক ভিত্তি বা সংগঠক এমন ছিল যে, আদিযুগের কংগ্রেসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। অধ্যাপক অনিল শীল দেখিয়েছেন যে, প্রথম যুগের কংগ্রেস ছিল 'উকিল রাজ' যাতে আইনজীবিদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। তিনি দেখিয়েছেন 1885 এর কংগ্রেসে 37 জন আইনজীবি একজন চিকিৎসক ; 14 জন সাংবাদিক এবং সামান্য কিছু শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী ছিল। 1886 সালে কংগ্রেসে 166 জন আইনজীবি ; 16 জন চিকিৎসক, 40 জন সাংবাদিক এবং কিছু শিক্ষক ও অন্যান্যরা। 1887 কংগ্রেসে 206 জন আইনজীবি 8 জন চিকিৎসক ; 43 জন সাংবাদিক এবং কিছু অন্যান্যরা 1888 খ্রী. 455 জন আইনজীবি 42 জন চিকিৎসক 73 জন সাংবাদিক এবং কিছু অন্যান্য জন ছিল।

এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে কংগ্রেসের আইনজীবীরাই সংখ্যাগুরু। ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউন মনে করেন যে, ইংরেজী ভাষার উপর দক্ষতা,

সাংবিধানিক কাঠামো বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা এবং বাক্য দানের ত্রুটি আইনজীবীদের এই সুযোগ এনে দিয়েছিল। অনীল শীলের মতে, কংগ্রেস চাইতো যে অভিজাতেরা কংগ্রেসে যোগ দিলে ভালো হয়। কিন্তু অভিজাত ও বৃহৎ ভূস্বামীরা যুগে কংগ্রেসকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন।

প্রথমযুগে কংগ্রেস নেতাদের দাবীগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক। কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবীর মূল লক্ষ্য ছিল নিজ দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশগ্রহণে সুযোগ ও অধিকার অর্জন। 1804 খ্রী. কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে, ব্রিটিশ কমন্স সভায় ভারতের প্রতিটি প্রদেশ থেকে অন্তত দুজন প্রতিনিধি পাঠাতে হবে। তাছাড়া ভারত সচিবের কাউন্সিলে 3 জন ভারতীয় সদস্যের স্থান দিতে হবে। তাদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে ছিল ভারতের শাসন কাঠামোর দেশীয় প্রতিনিধিদের আরো ক্ষমতা প্রদান, বড়লাটের আইন পরিষদ ও ও প্রাদেশিক সভাগুলির সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি কংগ্রেস কিছু প্রশাসনিক সংস্কার এর দাবী করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বিভিন্ন সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ। ইংল্যান্ডের সাথে ভারতেও একযোগে I.C.S পরীক্ষার প্রবর্তন এবং এই পরীক্ষায় বয়সসীমা 23 বছর করা। অন্যান্য প্রশাসনিক দাবী গুলির মধ্যে ছিল প্রশাসন থেকে

বিচার বিভাগের পৃথিবীর (পৃথকীয়) স্থাপ্তি জুড়ি প্রসার প্রসার, অস্ত্রআইন বাতিল, আয়কর এবং লবন করের বোঝা কমানো। চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এছাড়া ও কংগ্রেস চেয়েছিল সেনাবাহিনীতে বেশী পরিমাণ ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করা হোক।

আমরা মনে রাখব না যে, ~~অ~~ নরমপন্থী ~~কংগ্রেস~~ নেতাদের কিছু অর্থনৈতিক দাবীও ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দুজন নরমপন্থী নেতা দাদাভাই নৌরজী এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে সর্বপ্রথম ব্রিটিশের অর্থ-নীতির শোষণের চিত্রটি তুলে ধরে ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নরমপন্থী নেতাদের এটিই ছিল সবচেয়ে বড় অবদান। তারা চেয়েছিলেন ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোক। কিন্তু তা করা সম্ভব ছিল একমাত্র ভারতীয় জাতীয় সরকারের পক্ষেই। এই কারণে আদি যুগের কংগ্রেস নেতাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রধান বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদের সমালোচনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল সম্পদের নির্গমন তত্ত্ব বা Dimain of ~~weal~~ welth Theory. রমেশচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতীয় ~~সম্পদ~~ সম্পদ এদেশ থেকে চলে যাচ্ছে এবং ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করছে। দাদা ভাই নৌরজীর মতে, ভারতের দারিদ্রের এটিই সবচেয়ে বড় কারণ। তার মতে, ব্রিটিশ সরকার নিজ স্বার্থে ভারত অবাধে খুলেছে আগের ও কোম্পানির নীতি চালু করেছে এবং এই নীতির ফলে ভারতবর্ষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

দাদা তাই দারিদ্র তাঁর গ্রন্থের নামই দিয়েছিলেন Poverty and UnBritish Rule in India.

তত্ত্বগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি নরমপন্থি নেতারা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক দুর্দশা কমানোর জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন, এই সব সুপারিশের মধ্যে ছিল করভার এর হ্রাস, প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় এর হ্রাস, কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ, শিল্পের উন্নতি, দুর্ভিক্ষের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি, বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক আরোপ ইত্যাদি।

অনেকেই মনে করেন যে, 1885 - 1905 পর্যন্ত কংগ্রেস তথা নরমপন্থি নেতারা পরিচালিত হয়েছিলেন সমাজের উচ্চ মানুষের স্বার্থে; আপামর জনগণের স্বার্থে নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, সাধারণ মানুষের কথাও ভেবেছিলেন। কোরজে, তোপি এবং এমনকি মার্কসবাদী নরমপন্থি নেতাদের কাজের সমালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তারা সাধারন মানুষের কথাও ভেবে ছিলেন লবণ আইন ভারতের বাইরে ভারতীয় কুলিদের অত্যাচার, বন সংরক্ষণ আইনের বিফল ইত্যাদি। কংগ্রেসের নেতারা মাথা ঘামিয়েছিল - সেগুলি অভিজাত ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে ছেড়ে ছিল না। তবে অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, সাধারন মানুষের সুখদুঃখের এই সহানুভূতি মায়াকান্না ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষক ও শ্রমিকের

সাধিরন দাবীদাবা নিয়ে ~~আ~~ তারা কোন মাথা ঘামাত
নি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের
আবেদন ~~নীবি~~ নিবেদন নীতিকে কটাক্ষ করে
'~~অমলা~~ কমলাকান্তের দপ্তরে' লিখেছেন 'হেয়
বাবিরুষস্ত ' ভিক্ষা দাও গো ' ইহাই
আমাদের পলিটিক্স'। কংগ্রেসের বাতিক
অবিবেচনাকে অশ্বিনী কুমার দত্ত ~~তিনি~~ তিন
দিনের তামাশা বলে পরিহাস করেছেন।